অরুনিমা পিকচার্সের
নিবেদন—

সাধক কমলাকান্ত

নাম ভূমিকায়: গুরুদাস

—অরুণিমা পিকচার্সের সশ্রদ্ধ চিত্রার্ঘ—

"সাধক কমলাকান্ত"

নাম ভূমিকায়—গুরুদাস

প্রযোজনা—সুনীল দত্ত

চিত্রনাট্য—বিজয় গুপ্ত ও অপূর্ব মিত্র। সংলাপ—বিজয় গুপ্ত।

পরিচালনা—অপূর্ব্ব মিত্র। সহকারী—শঙ্কর চক্রবর্ত্তী ও প্রভাত রায়।

সুরশিল্পী—অনিল বাগ্‌চী। সহকারী—অলক দে ও অলক বাগ্‌চী।

কণ্ঠ সংগীতে—হেমন্ত, ধনঞ্জয়, মানব, নির্মলা মিশ্র, ডাঃ গোবিন্দ গোপাল (এ্যাঃ), অমর পাল ও অধীর।

ব্যবস্থাপনা—নারায়ণ প্রসাদ। কর্ম্ম সচিব—নীরদ বরণ সেন ও লালমোহন রায়।

তত্ত্বাবধানে—মনোরঞ্জন মুখার্জী। চিত্রশিল্পী—ধীরেন দে। সহকারী—কালী ব্যানার্জী।

স্থির চিত্রগ্রহণে—এড্‌না লরেঞ্জ। শিল্প নির্দ্দেশে—কাত্তিক বসু।

সহকারী—অনিল পাইন ও শ্রীবাস্তব।

মৃৎশিল্পী—রামনিবাস ভট্টাচার্য্য। পটশিল্পী—বলরাম নবকুমার। কারুশিল্পী—নারায়ণ মিস্ত্রি।

আলোক নিয়ন্ত্রণে—জগন্নাথ ঘোষ, রাম নায়েক, দুর্গা, ধনেশ্বর, দুঃখী, বিমল ও সতীশ মাষ্টার।

রূপসজ্জা—গোষ্ঠ দাস। সহকারী—মুন্সী, সরযূ।

শব্দানুলেখনে—সুনীল ঘোষ। সহকারী—বলরাম বারুই।

গীতানুলেখনে—সত্যেন চ্যাটার্জি। অতিরিক্ত শব্দগ্রহণে—ইন্দু অধিকারী।

পরিচয়পত্র লিখনে—শচীন ভট্টাচার্য্য। অন্যান্য কুশলী—বৃন্দাবন দাস ও হরেকৃষ্ণ।

পরিস্ফুটনে—ফিল্ম সার্ভিস ও বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরিজ্ প্রাইভেট লিমিটেড।

প্রধান সম্পাদক—অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জি।

সহঃ সম্পাদক—অমিয় মুখার্জি।

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে ও সঙ্গীতাংশ ইণ্ডিয়া ল্যাবরেটরিতে ওয়েষ্ট্রেক্স শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

রূপায়ণে—ছায়াদেবী, কণিকা ঘোষ, বাণী, শান্তা, শিখা, কৃষ্ণা, বিপিন গুপ্ত, নীতিশ, তুলসী চক্র, দ্বিজু ভাওয়াল, শিবকালী, শিশির মিত্র, বিমান, ধীরাজ দাস, পঞ্চানন, শ্রীপতি, পরেশ, পতাকী, তপন ও মাষ্টার শ্যামল প্রভৃতি।

আনন্দময়ী মা গো ..... সঙ্গীত রচয়িতা—গৌরী প্রসন্ন মজুমদার।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার---অলোক মুখার্জি ও আরো অনেকে যাঁরা এই চিত্রের বহির্দৃশ্য গ্রহণের সময় সাহায্য করেছেন।

প্রচার সচিব···জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য।

শুভমুক্তি—উদয়ন ডিষ্ট্রিবিউটার্সের সৌজন্যে।

একমাত্র পরিবেশক—ন্যাশন্যাল্ মুভিজ্ প্রাইভেট্ লিমিটেড্।

৬২, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা :: ফোন: ২৩-৩৫২২

মূল্য—১৯ নয়া পয়সা

—আখ্যায়িকা

সন্ন্যাসী বলিলেন—

"বৎস! তোমার ললাটে, চিবুকে মাতৃসাধকের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান। তোমার নাম কি"? বালক উত্তর করিল "আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য"। সন্ন্যাসী বলিলেন "আমি তোমায় মন্ত্র দান করিব"। বালক বলিল "মন্ত্র! সে আমার মনেই থাকবেনা মাঝে মাঝে গায়ত্রীই ভুলে যাই" মৃদু হাস্য করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন "আমি তোমায় **মাতৃ মন্ত্রে** দীক্ষিত ক'রব—সে মন্ত্র ভোলবার নয়"—

সন্ন্যাসী প্রদত্ত মন্ত্র কর্ণে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বালক সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল—

যুগে যুগে যে কয়জন মহাপুরুষ মাতৃসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ভক্তিমহিমা ও শক্তিসাধনার অলৌকিক নিদর্শন সমূহ প্রদর্শনে আপামর জনসাধারণের চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিলেন, **সাধক কমলাকান্ত**—তাঁহাদের অন্যতম। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় কমলাকান্ত মাতার সহিত বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত চান্না গ্রামে মাতুল নারায়ণচন্দ্রের গৃহে প্রতি-পালিত হইতে থাকেন। শিশুকালেই তিনি মুখে মুখে মাতৃ সঙ্গীত রচনা করিয়া সুমধুর কণ্ঠে গাহিয়া বেড়াইতেন ... ...

একদা পাঠশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী তাঁহাকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষাদান করেন— তেজোময়ী শক্তি-মন্ত্র শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই বালক কমলাকান্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন .. ..

মাতা সমস্ত শুনিয়া দারুণ শঙ্কিত হইলেন ... ...

একদা খেলার সাথী গোয়ালাদের ছেলে ধর্ম্মদাস, উন্মনা, উদাসীন বালক কমলাকান্তকে গ্রামপ্রান্তে অবস্থিত জঙ্গলাকীর্ণ, জীর্ণ, বহু পুরাতন ও পরিত্যক্ত এক মন্দিরে লইয়া যায়। মন্দিরাভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত ভগ্নপ্রায়

এক বিশেষ আকৃতির মুখের মধ্য হইতে, বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্র বাহ্যজ্ঞান শূন্যপ্রায় বালক কমলাকান্তের সমক্ষে আবির্ভূতা হন——তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, দ্বিভূজা সালঙ্কারা মহিমাময়ী—**মা বিশালাক্ষ্মী** ... ... মোহিত বালক কমলাকান্ত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন.....ধ্যানে আরাধ্যা দেবী প্রকট হইলেন।

ধর্ম্মদাসের সহযোগিতায় ও গ্রামের পটুয়াদের সহায়তায় বালক কমলাকান্তের আরাধ্যা দেবী রূপায়িতা হইলেন। ভুবন মনোমোহিনী মা বিশালাক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিতা হইলেন পূর্ব্বকথিত সেই ভগ্নপ্রায় দেউলে— আর কমলাকান্তের উদাত্তকণ্ঠে অহোরাত্র ধ্বনিত হইতে লাগিল।

ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষ্মীং তপ্তজাম্বুনদ প্রভাং
দ্বিভুজামম্বিকাং চণ্ডীং খড়্গ-খেটক ধারিণীং
নানালঙ্কার সুভগাং রক্তাম্বরা ধরাং শুভাং
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাং

পার্থিব বিষয় ব্যাপারে উদাসীন সদা পূজা অর্চ্চনায় নিরত যুবক কমলাকান্তকে সংসারী করিবার উদ্দেশ্যে বৃদ্ধা মাতা মাতুল নারায়ণচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া কমলাকান্তের বিবাহ দিলেন এবং যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কমলাকান্তের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না— উপরন্তু প্রায়শই তিনি মা বিশালাক্ষ্মীর মন্দিরে জপ তপ ধ্যান ধারণায় রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন—এবং মাতা ও স্ত্রীর আন্তরিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও— একদা তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। উদ্দেশ্য ... ...

অমরাগড় নিবাসী তৎকালীন প্রখ্যাত সুকণ্ঠ গায়ক ও সাধক কবি কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের নিকট **সঙ্গীত শিক্ষা** ... ...

গুরু শিষ্যের সঙ্গীত সাধনায় প্রতিযোগিতা—সে এক অপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব ভক্তিরসসৃষ্টি— সমবেত শ্রোতৃবর্গ চকিত বিমোহিত, অভিভূত— উদ্ভ্রান্ত, অস্থির কমলাকান্ত কিছুদিন তীর্থভ্রমনান্তে পুনরায় গায়ক কেনারামের গৃহেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে চান্নায় নিজগৃহে মাতা ও স্ত্রী প্রতীক্ষায় দিন যাপন করিতেছেন। গায়ক কেনারামের কন্যা **তারা মা'র মধ্যে পুনরায় দেখা দিলেন মা বিশালাক্ষ্মী।** ভক্ত সাধক কমলাকান্ত ধন্য হইলেন...কিন্তু গৃহে গর্ভধারিনী মাতা শয্যাশায়ী, অভাব অনটনে স্ত্রী

উপবাসী, ধর্ম্মগোয়ালা ছাড়িবার পাত্র নয়—গৃহে ফিরিতেই হইল.....বিচলিত কমলাকান্ত মা বিশালক্ষ্মীর আদেশ ভিক্ষা করিলেন – সংসার না মাতৃ সাধনা .....মা বিশালক্ষ্মীর অলৌকিক মহিমা— পরিবারবর্গ অনাহার মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইলেন— উপলক্ষ্য হইলেন কমলাকান্তের জন্মস্থান অম্বিকা কাল্‌নার জমিদার— কমলাকান্তকে গুরু পদে বরণ করিয়া— সংসারের যাবতীয় ভার গ্রহণ করিলেন—বৃদ্ধা মাতা বহুদিন পরে পুনরায় শ্বশুর গৃহে গমন করিলেন— কমলাকান্ত শান্তিতে মা বিশালাক্ষ্মীর সেবায় মনোনিয়োগ করিলেন—

একরাত্রে কমলাকান্ত স্বপ্নাদিষ্ট হইলেন— শৈশবের দীক্ষাগুরু জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আদেশ করিলেন "কমলাকান্ত পঞ্চমুণ্ডির আসনে তোমার যোগসাধনার সময় সমাসন্ন" .... কঠিন সে সাধনা .....একাগ্র সাধনায় কমলাকান্ত তপঃবিঘ্নকারী সমস্ত বাধা বিপত্তি জয় করিয়া **মা জগজ্জননীর সজীব মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলেন—**

সাধক কমলাকান্তের ভজন সঙ্গীত তাঁহার ঐশ্বরীক যোগশক্তি অপার মাতৃ ভক্তির সংবাদে মুগ্ধ হইয়া তদানীন্তন বর্দ্ধমানের মহারাজ তেজেশচন্দ্র বাহাদুর তাঁহাকে মহাসমাদরে রাজ সভাপণ্ডিতের পদে বরণ করেন এবং স্বীয় উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপ পুত্র কুমার প্রতাপচাঁদের চরিত্র সংশোধনের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন।

অমাবস্যার এক বজ্র বর্ষণমুখর রাত্রে নদীতীরে শ্মশানে সুরু হয় কুমার প্রতাপচাঁদের শুদ্ধি— মুর্হুমুহু বজ্র বিদ্যুত নির্ঘোষের সহিত মিলিতে লাগিল কমলাকান্তের কণ্ঠের জলদগম্ভীর মন্ত্র উচ্চারণ ... ...

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজম্
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং
সদ্যশ্ছিন্নঃ শিরঃ খড়্গ বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজাম্
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণো ধোর্দ্ধ পাণিকাম্

মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীং
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী গলদ্রুধির চর্চিতাং
কর্ণাবত সতানীত শরযুগ্ম ভয়ানকাং
ঘোর দ্রংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত পয়োধরাং !

শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারা বিস্ফুরিতাননাং
ঘোর রাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয় বাসিনীং
বালার্ক-মণ্ডলাকার লোচন ত্রিতয়ান্বিতাং !

দক্ষরাং দক্ষিণ ব্যাপি মুক্তালম্বিক চোচ্চয়াং
শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাং
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং !!

অন্তরালে অবস্থান করিয়া মহারাজ তেজেশ্চন্দ্র সমস্তই প্রত্যক্ষ করিলেন... ...দীক্ষা গ্রহণ করিলেন কমলাকান্তের নিকট সসম্ভ্রমে— প্রতিষ্ঠিত হইল বিখ্যাত কোটালহাটের কালী মন্দির —অধিষ্ঠাত্রী দেবী জাগ্রতা—মা কালী —কিন্তু অবিশ্বাসী, পাপাচারী, দেওয়ান— কিছুতেই দেবীর সজীবত্বে বিশ্বাস করেন না —একদা মহারাজ তেজেশ্চন্দ্র দেওয়ানের বিশ্বাস উৎপাদন কল্পে সাধক কমলাকান্তকে দেবীর অঙ্গ হইতে রক্তপাত করাইয়া দেবীর সজীবত্ব প্রমান করিতে আদেশ করেন।

দেবীর পদে বিল্বকণ্টক আমূল বিদ্ধ করিলেন কম্পমান, বিহ্বল, কমলাকান্ত— দেবী প্রাণময়ী— রক্তধারা নির্গত হইল দেবীর দক্ষিণ পদ হইতে— মহা অমঙ্গল— চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব— কমলাকান্তের স্ত্রীবিয়োগ— প্রতাপ নিরুদ্দেশ— কমলাকান্ত অশান্ত, অতৃপ্ত, উন্মাদবৎ— ছুটে আসে খেলার সাথী, যৌবনের দোসর ধর্ম্মগোয়ালা— আকুল আবেদন জানায়— "একি করলি মা যদি ভাঙ্গবি তবে গড়লি কেন" ? অকস্মাৎ তারা মা'র আবির্ভাব হয় প্রতিমার মধ্য হইতে— সান্তনা দেন কমলাকান্তকে— "আমি তোমায় নিয়ে যাব"— কিন্তু মিলিয়ে যান।

বুঝিতে বিলম্ব হয় না— কমলাকান্তের মহাপ্রয়াণের সময় আসন্ন— মাতৃ মূর্ত্তির সম্মুখে তৃণ শয্যায় শায়িত সাধক কমলাকান্ত— মুখে মাতৃনাম ... .

মহারাজা তেজেশ্চন্দ্র গুরুর অন্তিম সময়ে গঙ্গাবাসের আয়োজন করার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন— সাধক বলিলেন "কি কারণ, কেন আমি গঙ্গাতীরে যাব— কেলে মায়ের ছেলে হোয়ে বিমাতার কি শরণ লব।"

আশ্চর্য্য ! কোথা হইতে পূণ্যতোয়া মা গঙ্গার বন্যাস্রোত মন্দির আঙ্গিনা প্লাবিত করিয়া সাধকের নশ্বর দেহখানি আচ্ছন্ন করিল- উর্দ্ধগামী আত্মা মাতৃদেহে বিলীন হইল ... ...

— ওঁ শান্তিঃ —

—সাধক কমলাকান্তের—
স্বরচিত সঙ্গীত

(১)

বসন পর, বসন পর মা তুমি,
চন্দনে চর্চিত জবা পদে দিব আমি গো !
কালীঘাটে কালী তুমি মাগো কৈলাসে ভবানী,
বৃন্দাবনে রাধা প্যারী, গোকুলে গোপিনী গো !
কার বাড়ী গিয়েছিলে মা, কে করেছে সেবা
শিরে দেখি রক্ত চন্দন পদে রক্তজবা (মা)
অসিতে রুধির ধারা গলে মুণ্ডমালা
হেঁটমুখে চেয়ে দেখ (মা) পদতলে ভোলা গো !!

(২)

শ্যামাধন কি সবাই পায়
অবোধ মন বোঝনা কি একি দায়
মন বোঝেনা একি দায় !
শিবেরো অসাধ্য সাধন মন মজ না রাঙা পায়
ইন্দ্রিয়াদি-সম্পদ-সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে তায় !!
সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়
যোগীন্দ্র মুণীন্দ্র ইন্দ্র যে পদ না ধ্যানে পায়
নির্গুন কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায় !!

(৩)

রতন বলিয়ে সখি যতন করিলাম তারে
কে জানে পাষাণ হবে দিন দুই তিন পরে
শিশির শীতল অতি শরীরের তাপ হরে
নলিনী কি জানে শেষে সমূলে বিনাশ করে !

(৪)

আনন্দময়ী মাগো, সদানন্দে হাস তুমি !
আলোয় কভু দাওনা ধরা,
আঁধারে মা আস তুমি !!
বাহিরে তোমায় দেখে
বজ্রপ্রাণা সবাই কহে
নামে তুমি মা ভয়ঙ্করী, প্রাণে স্নেহের গংগা বহে !
অশিবেরে দমন ক'রে মা, জীবের দুঃখ নাশো তুমি !
এই যে দেহ, কে ব'লে মা অষ্টধাতু দিয়ে গড়া
এ পরাণে জানি মাগো তোমার নামের মন্ত্র ভরা !
আনন্দ সায়র মাঝে হৃদ্‌কমলে ভাস তুমি—মা গো !

(৫)

যতন করি রট রে শ্রীদুর্গা নাম বদনে !
ত্যজ রে অনিত্য কাম ভজরে শ্রীদুর্গা নাম
চলরে আনন্দময় সদনে !
একে যে কঠিন কাল, তাহে বাদী রিপুজাল
সদা চিত বিষয় চিন্তনে !
অনায়াসে রট মন—পাবেরে পরম ধন
কি কাজ কঠিন ব্রত সাধনে !
দারা সুত আরাধনে, অতুল আলস মনে
জাননা প্রবল রিপু দমনে,
কমলাকান্তের মন, নিয়ত চঞ্চল কেন
তিলেক না রহে রাঙা চরণে !

(৬)

আমার গৌর নাচে রে যাচে হরিনাম
সংকীর্ত্তন রস প্রকাশে,
গৌর আমার নাচে রে,
হরি হরি বলি, দুই বাহু তুলি প্রেমানন্দে
গৌর আমার নাচে রে !

হরি হরি বলি দেয় করতালি কলি কলুষ নাশে !
তড়িতপুঞ্জ জড়িত কায়
শরত-ইন্দু বদন তায়
একি আনন্দ ভকতবৃন্দ মগন প্রেম পাশে !!
ক্ষণে অচেতন অবশ অংগ
ক্ষণে পুলকিত ভকত সংগ
কমলাকান্ত হেরি অনন্ত—মিনতি ভকত আশে !

(৭)

যদি পারে যাবি রে মন ভবার্ণবে বেয়ে দে তরণী
তাহে শ্রীনাথ কাণ্ডারী রে, মাস্তুল শ্রীভবানী !
দুর্গা বার, কালী তিথি, নক্ষত্র তারিনী, রে মন
আমার মন করবে শুভযোগ মাহেন্দ্র তখনি !
কু-বাতাসে যদি ভাসে তরী, না চলে উজানে
(তাহে) বাদাম খাটায়ে দে রে কূল-কুণ্ডলিনী !
কমলাকান্তের তরী রে মন—তরিবে আপনি
(ওরে) ভয় কোরোনা ভরসা বাঁধে
ব্রহ্ম সনাতনী !

(৮)

তুমি কি ভাবনা ভাব,
ওরে আমার মূঢ় মন !
সময় পেয়েছ ভাল, সাধনা সেই শ্যামাধন
যারে ভাব আপনার, ভেবে দেখ কে তোমার
কেবলি সুখের ভাগী, জ্ঞাতি বন্ধু পরিজন
সময় পেয়েছ ভাল, সাধো না সেই শ্যামাধন !

(৯)

কিছু নাহি সংসারের মাঝে, কেবল শ্যামা সার রে !
মন কালী ধন কালী প্রাণ কালী আমার রে !
আসিয়া ভুবনে এ তনু ধারণে

যাতনা না হয় বল কার রে,
(একবার) হেরিলে ও কায়, সব দুঃখ যায়
এই গুণ শ্যামা মার রে !!
কমলাকান্ত হইয়ে ভ্রান্ত বেড়াইছে বার বার
(এবার) অভয় চরণ ল'য়েছে শরণ
অনায়াসে হবে পার রে !!

(১০)

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিনী শ্যামা মাকে,
মন তুই ছাখ্ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে!
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি আয় মন বিরলে দেখি
(শুধু) রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন মা ব'লে ডাকে !
কুরুচি কুমন্ত্রী যত নিকট হতে দিয়োনাকো
জ্ঞান নয়নের প্রহরী রেখো সে যেন সাবধানে থাকে !
কমলাকান্তের মন, ভাই আমার এই নিবেদন,
দরিদ্রে পাইলে রতন সে কি অযতনে রাখে !!

(১১)

কালী সব ঘুচালি ল্যাঠা !
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন
রাখবি কি না রাখবি সেটা !
তোমার যারে কৃপা হয় তার সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা
দুখে রাখ সুখে রাখ, করব কি আর দিয়ে খোঁটা !
জগৎ জুড়ে নাম দিয়েছ কমলাকান্ত কালীর বেটা
(এখন) মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার
ইহার মর্ম জানবে কেটা ?

(১২)

জানোনারে মন পরম কারণ
শ্যামা মা তো শুধু মেয়ে নয় !
সে যে মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ
কখনো কখনো পুরুষ হয় !

(কভু) ব্রজপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশী
ব্রজঙ্গনার মন হরিয়ে লয়
(কভু) আপন মায়ায় আপনি বাঁধা সে
আপন মহিমা আপনি গায় !!
যে রূপে যে জনা করয়ে ভাবনা
সেই রূপে তার মানসে রয়,
কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে
কমল মাঝারে হয় উদয় !!

(১৩)

সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনমোহিনী !
(তুমি) আপনি নাচো আপনি গাও আপনি দাও মা করতালি
আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশীভালী
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথায় পেলি !
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার যন্ত্রে চলি,
যেমন রাখো তেমনি থাকি মা, যেমন চালাও তেমনি চলি
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি,
(এবার) সর্ব্বনাশী ধ'রে অসি ধর্মাধর্ম দুটোই খেলি !!

স্তোত্র—

[১]

বঢ়াপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্ত গণ্ডম্
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিত সুভগমুখং
স্বাধরেন্যস্ত বেণুম্
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং
ভূষিতাং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে লোকাভিরামং যুবতীশতবৃতং
ব্রহ্মগোপাল বেশম্

(২)

ওঁ নমস্তে শরণ্যে শিবে সাম্বুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে !
নমস্তে জগদ্বন্দ পদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দূর্গে !!

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দূর্গে !!

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য ক্ষুধার্ত্তস্য
ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ !
ত্বমেকা গতির্দেবী নিস্তারদাত্রী
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দূর্গে !!

অপারে মহাদুস্তরেহত্যন্তঘোরে
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্ !
ত্বমেকা গতির্দেবী নিস্তার নৌকা
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দূর্গে !!

নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্দণ্ডলীলা
লসৎ খণ্ডিতাখণ্ডলা শেষভীতে !
ত্বমেকা গতির্বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহিদূর্গে !!

ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদিন্যমেয়াজিতা
ক্রোধণা ক্রোধনিষ্ঠা !
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দূর্গে !!

প্রস্তুতির পথে !

১। মহাতীর্থ কালীঘাট

২। তুষারতীর্থ অমরনাথ

৩। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

ও

৪। লাল পাথর

এভিনিউ প্রিন্টিং ওয়ার্কস ২৬৪।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ কর্তৃক মুদ্রিত ও
ন্যাশান্যাল মুভিজ প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত।